উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

COB

২৮ পৌষ ১৪২৪ শনিবার ৪.০০ টাকা 13 January 2018 Saturday 16 Pages Rs. 4.00 ইনটারনেট সংস্করণ http://www.uttarbangasambad.in

সরব চার

বিচারপতি জষ্টি চেলামেশ্বর

প্রধান বিচারপতি দীপক মিশ্রর বিরুদ্ধে বিক্ষোভের পুরোভাগে রয়েছেন বিচারপতি জষ্টি চেলামেশ্বর। সিনিয়রিটির নিরিখে প্রধান বিচারপতির পরই তাঁর স্থান। তিনি অবসর নেবেন আগামী জুন মাসে। সুপ্রিমকোর্টে বিচারপতি চেলামেশ্বর অতীতেও সরব হয়েছিলেন।

বিচারপতি রঞ্জন গগৈ

সিনিয়রিটির বিচারে বিচারপতি গগৈ তৃতীয় স্থানে রয়েছেন। আগামী অক্টোবরে তাঁরই প্রধান বিচারপতি হওয়ার কথা। সেক্ষেত্রে উত্তর-পূর্ব ভারত থেকে তিনিই হবেন প্রথম ব্যক্তি যিনি প্রধান বিচারপতির আসনে বসবেন।

বিচারপতি মদন ভীমরাও লোকুর

সুপ্রিমকোর্টে ডিজিটাইজেশনের ব্যাপারে তিনি বিশেষভাবে উদ্যোগ নিয়েছেন। এর আগে ১৯৯৮ সালে দেশের অতিরিক্ত সলিসিটার জেনারেলও হয়েছিলেন। আগামী ডিসেম্বরে তিনি অবসর নেবেন।

বিচারপতি কুরিয়ান জোশেফ

১৯৭৯ সালে কেরল হাইকোর্টের আইনজীবী হিসেবে কর্মজীবন শুরু। ২০১৩ সালে সুপ্রিমকোর্টের বিচারপতি হন তিনি। আগামী নভেম্বরে তিনি অবসর নেবেন।

আজকের দাম

পেট্রোল- ₹ ৭৪.১৫

ডিজেল- ₹ ৬৪.৪৭

তেল কোম্পানি ও দূরত্ব অনুযায়ী দাম সামান্য কমবেশি হবে।

-সূত্র ইন্ডিয়ান অয়েল।

বিন্দু বিসর্গ

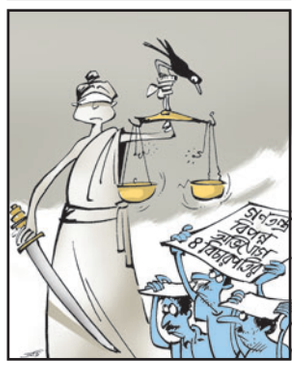

সাংবাদিকদের মুখোমুখি চার বিচারপতি। শুক্রবার নয়াদিল্লিতে।

> এই ঘটনা নিঃসন্দেহে একটি ব্যতিক্রমী ব্যাপার। কিন্তু এটা আনন্দের বিষয় নয়। আমরা এই সাংবাদিক বৈঠক ডাকতে বাধ্য হয়েছি। এটা আমাদের কাছে যন্ত্রণার মুহূর্ত। সুপ্রিমকোর্টের প্রশাসন ঠিকমতো চলছে না। গত কয়েকমাসে এমন কিছু ঘটনা ঘটেছে, যা মোটেই কাঙ্ক্ষিত নয়
>
> *বিচারপতি জে চেলামেশ্বর*

প্রধান বিচারপতির বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে

সুপ্রিমকোর্টে বেনজির বিদ্রোহ

প্রসেনজিৎ দাশগুপ্ত ● নয়াদিল্লি

১২ জানুয়ারি ঃ দেশের প্রধান বিচারপতি দীপক মিশ্রের সঙ্গে বেনজিরভাবে সংঘাতে জড়িয়ে পড়লেন সুপ্রিমকোর্টেরই চার প্রবীণ বিচারপতি। বিচারপতি জে চেলামেশ্বর, বিচারপতি রঞ্জন গগৈ, বিচারপতি মদন বি লোকুর এবং বিচারপতি কুরিয়েন জোশেফ শুক্রবার সাংবাদিক বৈঠক করে জানালেন, সুপ্রিমকোর্টে সবকিছু ঠিকমতো চলছে না। সর্বোচ্চ আদালতে যদি কাজকর্ম ঠিকমতো না হয় তাহলে তা দেশের গণতন্ত্রের পক্ষে মঙ্গলজনক নয়। প্রধান বিচারপতি দীপক মিশ্রের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করে বিচারপতি জে চেলামেশ্বর বলেন, 'সুস্থ গণতন্ত্রের লক্ষণ হল, নিরপেক্ষ বিচারব্যবস্থা। নিরপেক্ষ বিচারব্যবস্থা ছাড়া কোনো গণতন্ত্র টিকে থাকতে পারে না।' তিনি বলেন, 'আমরা আজ সকালে প্রধান বিচারপতির সঙ্গে দেখা করে সুপ্রিমকোর্টের কাজকর্মের ধরন নিয়ে অভিযোগ জানিয়েছিলাম। দু-মাস আগে একটি চিঠিও দিয়েছিলাম ওঁকে। কিন্তু আমাদের উদ্‌বেগ নিরসনে উনি কোনো পদক্ষেপই করেননি।' প্রধান বিচারপতিকে ইমপিচ করা উচিত কিনা সে ব্যাপারে জানতে চাওয়া হলে বিচারপতি জে চেলামেশ্বরের কৌশলী মন্তব্য, 'এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবে দেশ।' অন্যদিকে তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ ওঠার পরই অ্যাটর্নি জেনারেল কে কে বেণুগোপালকে ডেকে পাঠান প্রধান বিচারপতি দীপক মিশ্র। বেশ কিছুক্ষণ তাঁরা আলোচনা করেন। এরপর প্রধান বিচারপতির বিরুদ্ধে সুপ্রিমকোর্টের চার বিচারপতির সাংবাদিক বৈঠক ডেকে বিদ্রোহ' ঘোষণার বিরোধিতা করেন অ্যাটর্নি জেনারেল। তাঁর মতে, সংকট কাটানোর জন্য কূটনৈতিক পদক্ষেপ করলে ভালো হত। বিচারপতিদের মধ্যে মতবিরোধ মিটে যাবে বলেও আশাপ্রকাশ করেন তিনি।

প্রধান বিচারপতির সঙ্গে সুপ্রিমকোর্টের বিচারপতিদের এই নজিরবিহীন সংঘাতে বিস্মিত দেশের আইনজীবী মহল এবং প্রাক্তন বিচারপতিরা। স্তম্ভিত কেন্দ্রীয় সরকার এবং বিরোধীরাও। সূত্রের খবর, প্রধান বিচারপতির বিরুদ্ধে তাঁরই চার সহকর্মীর এহেন বিক্ষোভ প্রদর্শনের পর তড়িঘড়ি কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী রবিশংকর প্রসাদকে ডেকে পাঠান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। অপরদিকে পোড়খাওয়া আইনজীবী পি চিদম্বরম, কপিল সিবালের সঙ্গে পরামর্শ করতে বসেন কংগ্রেস সভাপতি রাহুল গান্ধি। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও বিচারবিভাগের অন্দরে কোন্দল সৃষ্টির ঘটনায় বেদনাহত বলে এক টুইটবার্তায় জানিয়েছেন।

এদিন নিজের বাসভবনে সাংবাদিক সম্মেলন ডেকে শীর্ষ আদালতে মামলা বণ্টন, বিচারপতি নিয়োগ, প্রশাসনিক ব্যর্থতা সহ একগুচ্ছ অভিযোগ তোলেন বিচারপতি চেলামেশ্বর। পাশে বিচারপতি রঞ্জন গগৈ, মদন লোকুর এবং কুরিয়েন জোশেফকে বসিয়ে তিনি বলেন, 'এই ঘটনা নিঃসন্দেহে একটি ব্যতিক্রমী ব্যাপার। কিন্তু এটা আনন্দের বিষয় নয়। আমরা এই সাংবাদিক বৈঠক ডাকতে বাধ্য হয়েছি। এটা আমাদের কাছে যন্ত্রণার মুহূর্ত। সুপ্রিমকোর্টের প্রশাসন ঠিকমতো চলছে না। গত কয়েকমাসে এমন কিছু ঘটনা ঘটেছে, যা মোটেই কাঙ্ক্ষিত নয়।' বিচারপতি চেলামেশ্বরের বক্তব্য, 'আমাদের চারজনের মনে হয়েছে, সুপ্রিমকোর্টের মতো প্রতিষ্ঠানের কাছে আমাদের দায়বদ্ধতা রয়েছে। দেশের প্রতিও আমাদের কর্তব্য রয়েছে। এই কর্তব্যের টানেই আমরা মাননীয় প্রধান বিচারপতিকে জানিয়েছিলাম যে শীর্ষ আদালতে সবকিছু ঠিকমতো চলছে না। আজ সকালেও ওঁর সঙ্গে দেখা করে বিষয়গুলি জানাই। কিন্তু সুপ্রিমকোর্টের মতো একটি প্রতিষ্ঠান রক্ষা করার ব্যাপারে যে পদক্ষেপ করা দরকার তা ওঁকে বোঝাতে ব্যর্থ হয়েছি আমরা।' দু-মাস আগে প্রধান বিচারপতিকে তাঁরা যে চিঠিটি দিয়েছিলেন সেটিও এদিন প্রকাশ্যে আনেন বিচারপতি চেলামেশ্বর। বিচারপতিদের ক্ষোভ, বহু গুরুত্বপূর্ণ মামলা তুলনামূলকভাবে নতুন বিচারপতিদের এজলাসে পাঠানো হচ্ছে। সোহরাবুদ্দিন শেখ ভুয়ো সংঘর্ষ মামলার বিচারক বিএইচ লোয়ার রহস্যজনকভাবে মৃত্যুর ঘটনায় যে জনস্বার্থ মামলাটি করা হয়েছে সেটি প্রবীণ বিচারপতিদের নিয়ে গঠিত বেঞ্চগুলির কাছে না পাঠিয়ে অন্য বিচারপতিদের কাছে পাঠানো নিয়েও আপত্তি তোলেন তাঁরা। বিচারপতি চেলামেশ্বর, গগৈদের মতে, প্রধান বিচারপতি এই কাজটি নিজের মর্জিমাফিক করেন। এর পিছনে কোনো যৌক্তিকতা থাকে না।

বিচারবিভাগের এহেন অভ্যন্তরীণ কলহে আড়াআড়ি ভাগ হয়ে গিয়েছে দেশের আইনজীবী মহল। প্রাক্তন বিচারপতি অশোককুমার গঙ্গোপাধ্যায় বলেন,'আজ যেটা ঘটল সেটা কখনও কাম্য ছিল না। যাঁরা অভিযোগ তুলেছেন তাঁদের কাছে নিশ্চয়ই কোনো কারণ রয়েছে। এর ফল নিয়ে মানুষের মধ্যে আশঙ্কার মেঘ ঘনাবে।' *এরপর নয়ের পাতায়*

তোপে প্রধান

প্রধান বিচারপতি দীপক মিশ্রের বিরুদ্ধে শীর্ষ আদালতে মামলা বণ্টন, বিচারপতি নিয়োগ, প্রশাসনিক ব্যর্থতা সহ একগুচ্ছ অভিযোগ উঠেছে।

ডিজিট্যাল র‍্যাশনকার্ড বিক্রির চক্রের হদিস

রণজিৎ ঘোষ ● শিলিগুড়ি

১২ জানুয়ারি ঃ এবার ডিজিট্যাল র‍্যাশনকার্ড নিয়ে বড়োসড়ো দুর্নীতির হদিস মিলল শিলিগুড়ি মহকুমায়।

ডিজিট্যাল র‍্যাশনকার্ড বিলিই না করা হলেও কিন্তু প্রতি সপ্তাহেই সেই কার্ড অনুযায়ী কেরোসিন তেল সহ খাদ্যপণ্য বরাদ্দ হচ্ছে। এমনই অভিযোগ উঠেছে শিলিগুড়ি মহকুমাজুড়ে। অভিযোগ, যে সংখ্যক কার্ড রাজ্য থেকে মহকুমায় এসেছে তার প্রায় পুরোটাই বিলি করার জন্য বিভিন্ন ব্লকে এবং গ্রাম পঞ্চায়েতে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। এই কার্ডেরই একটা বড়ো অংশ 'বিক্রি' করা হয়েছে। বিক্রি হওয়া সেই কার্ড দিয়েই মহকুমাজুড়ে কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকারের ভরতুকিতে দেওয়া লক্ষ লক্ষ টাকার খাদ্যপণ্য প্রতি সপ্তাহেই চুরি হচ্ছে। একাধিক পঞ্চায়েত সদস্য, র‍্যাশন ডিলারদের একাংশ এবং খাদ্য ও সরবরাহ দপ্তরের কিছু কর্মী এই দুর্নীতির সঙ্গে সরাসরি যুক্ত। তবে, এই ধরনের চুরির অভিযোগ মানতে চাননি শিলিগুড়ির মহকুমা খাদ্য ও সরবরাহ আধিকারিক রফিকুল ইসলাম। তিনি বলেন, 'যত র‍্যাশনকার্ড বিলি হয়েছে তার পুরোটাই গ্রাহকদের মধ্যে বিলি হয়েছে। সেই অনুযায়ী আমরা খাদ্যপণ্য বরাদ্দ করছি। কার্ড বিলিতে অনিয়মের কোনো অভিযোগ আমাদের কাছে নেই।' শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি তাপস সরকার বলেন, 'র‍্যাশনকার্ড বিলি করা নিয়ে অভিযোগ এসেছে। আমরা পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা নেব।'

কী অভিযোগ

কিছু ইনস্পেকটর নিজেদের হাতে ডিজিট্যাল র‍্যাশন কার্ড রেখে দিয়েছেন। তাঁরা গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তাদের সঙ্গে বোঝাপড়া করে কার্ডগুলি ডিলারদের কাছে 'বিক্রি' করছেন। লক্ষাধিক টাকায় কোথাও ১০০, কোথাও ২০০, আবার কোথাও ৩০০-৪০০ কার্ড বিক্রি হয়েছে

শিলিগুড়িতে র‍্যাশন দুর্নীতি নতুন কোনো ইস্যু নয়। এর আগেও চা বাগানের নন ওয়ার্কারদের র‍্যাশন বিলি করা নিয়ে বিস্তর অভিযোগ উঠেছিল। মহকুমার চা বাগানে যত মানুষ রয়েছেন তাদের জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণের তুলনায় অনেক বেশি খাদ্যপণ্য বিলি করার অভিযোগ রয়েছে। এবার ডিজিট্যাল র‍্যাশনকার্ড নিয়ে মহকুমাজুড়ে দুর্নীতির আঁচ পাওয়া গিয়েছে। খাদ্য দপ্তর সূত্রের খবর, মহকুমায় ১০ লক্ষের কিছু বেশি র‍্যাশনকার্ড হোল্ডার রয়েছেন। এরমধ্যে তিনটি ধাপে শিলিগুড়িতে ৮ লক্ষ ২০ হাজার মতো ডিজিটাল র‍্যাশনকার্ড এসেছে। খাদ্য দপ্তরের হিসাব অনুযায়ী ইতিমধ্যেই প্রায় ৭ লক্ষ ৮০০০ কার্ড বিলি করা হয়ে গিয়েছে। সেইমতোই প্রতি সপ্তাহে কেরোসিন তেল, চাল, আটা বা গম, চিনি বরাদ্দ করা হচ্ছে। বাকি কার্ডও বিলি করার কাজ চলছে বলেও খাদ্য দপ্তর জানিয়েছে। কিন্তু অভিযোগ উঠেছে, যত কার্ড বিলি হয়েছে বলে দাবি করা হচ্ছে বাস্তবে তার সব কার্ড গ্রাহকের হাতে পৌঁছায়নি। তাহলে কার্ড গেল কোথায় ? খাদ্য দপ্তরেরই একটি সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রতিটি ব্লক এবং গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে ডিজিট্যাল র‍্যাশনকার্ড বিলি করার নির্দেশিকা রয়েছে। সরকারি নির্দেশ অনুযায়ী ব্লক প্রশাসন র‍্যাশনকার্ড নিয়ে তা গ্রাম পঞ্চায়েতগুলির হাতে দেবে। গ্রাম পঞ্চায়েত সেই কার্ড বিলি করবে। সেই মতো ডিজিট্যাল র‍্যাশনকার্ড বিলির কাজ শুরুও হয়। কিন্তু সেখানে খাদ্য দপ্তরের ইনস্পেকটররাও ছিলেন। তাঁদেরই বেঁধে দেওয়া সময়সীমার মধ্যে যেসব গ্রাহক কার্ড নিতে আসেননি তাঁদের কার্ডগুলি পঞ্চায়েত থেকে খাদ্য দপ্তরের ইনস্পেকটরদের হাতে ফেরত দেওয়া হয়েছে। অভিযোগ, দু-একটি পঞ্চায়েত থেকে কার্ড শিলিগুড়ির মহকুমা খাদ্য দপ্তরে ফেরত এলেও সিংহভাগ কার্ডই ফেরত আসেনি। এরই মধ্যে প্রচুর মানুষ গ্রাম পঞ্চায়েত এবং ব্লক অফিসে গিয়ে নিজেদের র‍্যাশনকার্ড খুঁজছেন। অনলাইনে তালিকায় তাঁদের নাম থাকলেও কেন কার্ড পাচ্ছেন না, সেই প্রশ্ন তুলছেন তাঁরা। ব্লক থেকে প্রত্যেককে শিলিগুড়িতে খাদ্য দপ্তরের অফিসে পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

এরপর নয়ের পাতায়

ডাক কেলেঙ্কারিতে তদন্তের নির্দেশ

কোচবিহার, ১২ জানুয়ারি ঃ একশোদিনের প্রকল্পে জবকার্ডধারীদের অজান্তেই বড় আটিয়াবাড়ি-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের ডাকঘর থেকে টাকা উধাও হয়ে যাওয়ার ঘটনায় নড়েচড়ে বসল ডাকবিভাগ। জেলা ডাকবিভাগের সুপার রাজেশ কুমার দিনহাটার সার্কেল ইনস্পেকটরকে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন। এদিকে, প্রতারিতরা জেলা ডাকবিভাগের সুপার এবং দিনহাটার মহকুমাশাসকের দপ্তরে ডাকযোগে একটি অভিযোগ জানিয়েছেন।

দিনহাটা-১ ব্লকের বড় আটিয়াবাড়ি-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের ডাকঘর থেকে ৩০০-রও বেশি গ্রাহকের জবকার্ডের টাকা উধাও হওয়ার ঘটনায় চাঞ্চল্যকর তথ্য উঠে এসেছে। অভিযোগ, অ্যাকাউন্টের মালিকদের পাসবই নিয়ে যে কেউ ডাকঘরে টাকা তোলার ফর্মে সই করলেই টাকা তুলে নেওয়া যায়। কারণ সই ঠিক হয়েছে কিনা তা পরীক্ষা করার মতো পরিকাঠামো ওই ডাকঘরে নেই। সাধারণভাবে ডাকঘরের অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা তুলতে গেলে গ্রাহককে নিজের সঙ্গে অ্যাকাউন্টের পাসবই নিয়ে যেতে হয়। টাকা তোলার সময় ফর্মের ওপর যে স্বাক্ষর রয়েছে পাসবইয়ের সঙ্গে তা যাচাই করে নেন ডাকবিভাগের কর্তব্যরত কর্মীরা। তবে এক্ষেত্রে কোনো এক বা দুজন ব্যক্তি অন্তত তিন শতাধিক জবকার্ডধারীর কাছ থেকে সংগ্রহ করা বই দিয়ে কী করে টাকা তুলে নিল আর কেন বিষয়টি পোস্ট মাস্টার বুঝতে পারলেন না তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। ২০১৩ সাল থেকে প্রায় চার বছর ধরে এই কাজ চলে আসছে বলে প্রাথমিকভাবে জানা

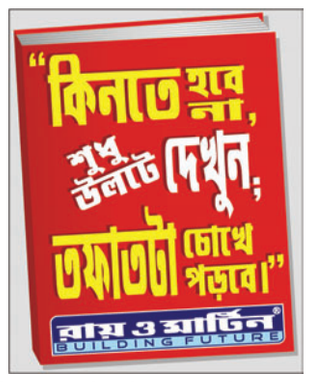

গিয়েছে। এদিন দিনহাটা এসডিও দপ্তরে অভিযোগ জানানোর পর প্রতারিতরা জানান, তাঁরা স্থানীয় উপপ্রধানের কথামতো জবকার্ড জমা দিয়েছিলেন। অথচ বই ফেরত পাওয়ার পর দেখা যায় ধাপে ধাপে হাজার হাজার টাকা তুলে নেওয়া হয়েছে। স্থানীয় পোস্ট মাস্টার আর উপপ্রধান এর সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছেন বলে এদিন তাঁরা অভিযোগ করেছেন। এবিষয়ে দিনহাটার মহকুমাশাসক কৃষ্ণাভ ঘোষ বলেন, 'অভিযোগটি খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করব।'

এদিন জেলা ডাকবিভাগের সুপার জানান, অভিযোগ পেয়ে তিনি দিনহাটার ডাক ইনস্পেকটরকে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি অভিযোগকারীদের ডেকে নিয়ে কথা বলবেন। এবিষয়ে পোস্ট মাস্টারের সঙ্গে কথা বলা হয়েছে। তদন্ত রিপোর্ট এলে এবিষয়ে তাঁরা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

বাঁচার জন্য লড়ছেন 'মৃত' মমিরন খাতুন

অমিতকুমার রায় ● হলদিবাড়ি

১২ জানুয়ারি ঃ হেমকুমারীর বাসিন্দা মমিরন খাতুন। বয়স হয়েছে ঠিকই তবে এখনও হেঁটে চলে বেড়ান। পাড়া-প্রতিবেশীদের খোঁজখবরও নেন। ছাপোষা সংসারে যা জোটে তাই খান। তাঁদের পরিবার বিপিএল তালিকায় আছে। ফলে কিছু সরকারি সুযোগসুবিধা জোটে। শুধু মেলে না বার্ধক্যভাতা। কেন ? তা প্রশ্ন করতেই জানা গেল, মমিরন নাকি বেঁচে নেই। গ্রাম পঞ্চায়েতের সরকারি খাতায় মৃতের তালিকায় তাঁর নাম রয়েছে। বৃদ্ধার ছেলে এনছান আলি পুরো ঘটনার বিবরণ দিতে গিয়ে জানান, প্রায় তিন বছর আগে গ্রাম পঞ্চায়েত দপ্তরে ভাতার জন্য আবেদন করেন তাঁর বৃদ্ধা মা। আবেদনের ভিত্তিতে ভাতা মঞ্জুরও হয়। কিন্তু ভাতা চালু হওয়ার আগেই গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষ বৃদ্ধাকে মৃত বলে ঘোষণা করে। বিষয়টি নিয়ে তাঁরা একাধিকবার গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান ও বিডিওর দ্বারস্থ হয়েছেন। কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয়নি।

বৃহস্পতিবার দুপুরে বৃদ্ধার বাড়িতে গিয়ে দেখা যায়, তিনি বহাল তবিয়তে খাওয়াদাওয়া করছেন। এনছান আলি জানান, গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষের গাফিলতিতে তাঁর মা বার্ধক্যভাতা পাওয়ার সুবিধা থেকে বঞ্চিত। মায়ের ভাতা চালুর জন্য তিনি ফের বিডিওর দ্বারস্থ হয়েছেন।

এই প্রসঙ্গে হেমকুমারী গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান গুণবালা রায় জানান, যাঁরা ভাতা পাচ্ছেন, তাঁরা জীবিত আছেন কিনা সে বিষয়ে রিপোর্ট প্রতি বছর বিডিওর দপ্তরে পাঠাতে হয়। গ্রাম পঞ্চায়েত দপ্তরে সহায়ক শ্যামল রায়ের ভুলে মমিরন খাতুনের নাম মৃতের তালিকায় চলে যায়। ওই বৃদ্ধার ভাতা চালুর ব্যাপারে তিনি একাধিকবার তৎকালীন বিডিওর দ্বারস্থ হন। কিন্তু আজও তা চালু হয়নি। অন্যদিকে, হলদিবাড়ির বিডিও সঞ্জয় পণ্ডিত বিষয়টি খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছেন। আর মমিরনের বিশ্বাস, এই বাঁচার লড়াই তিনি জিতবেন।

ডেঙ্গুর মশা তাড়াবে লেমন পাইন

সানি সরকার ● শিলিগুড়ি

১২ জানুয়ারি ঃ কমলালেবু জাতীয় গন্ধটা রাত বাড়লেই বেশ টের পাওয়া যায়। দিনেরবেলাতেও ওই সুবাস থাকে কিন্তু নানা কারণে তা নাকে আসে না। কিন্তু রাত বা দিন, মশককুল ওই গন্ধ ভালোভাবেই টের পায়। মশা তাই 'লেমন পাইন'-এর ধারেকাছে থাকার পরিবর্তে পালিয়ে বাঁচে। ফলে পাহাড়ের এই গাছটি ডেঙ্গুর দাওয়াই হতে পারে। লেমন পাইন বা লেমন সাইপ্রেসের গুণাগুণ মেনে নিয়ে চিকিৎসকদের একাংশও তা বলছেন। ঘর সাজাবার এই গাছ নিয়েই বর্তমানে বিশদে গবেষণার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে।

ক্যালিফোর্নিয়ার উপকূলে জন্ম নেওয়া মনটেরে সাইপ্রেস দার্জিলিং পাহাড়ে পরিচিত লেমন পাইন নামে। এর বিজ্ঞানসম্মত নাম কাপরেসসাস ম্যাকরোকারপা। দার্জিলিং জেলার মিরিকে এখন এই গাছের চাষ হচ্ছে। প্রথমদিকে আর দশটা বাহারি গাছের মতো এই গাছও ঘর সাজাবার বা ঘরের সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য চাষ হত। কিন্তু বর্তমানে পাহাড়ি লেমন পাইনের পরিচিতি ডেঙ্গু প্রতিরোধক হিসাবে ঘটতে চলেছে। এর মূলে রয়েছে এই গাছটি থেকে নিসৃত গন্ধ। দিনরাত, সবসময়ই গাছটি থেকে কমলালেবু জাতীয় গন্ধ বের হয় বলে এই গাছের

চাষাবাদের সঙ্গে যুক্ত বুদ্ধরাজ রাই দাবি করেছেন। মিরিকের বাসিন্দা বুদ্ধরাজবাবুর বক্তব্য, 'রাত যত বাড়ে, ততই গন্ধ প্রকট হয় এবং তা মানুষ টের পায়।' পতঙ্গদের ঘ্রাণশক্তি বেশি হওয়ায় দিনেরবেলাতেও ওই গন্ধ মশার নাকে লাগে বলে মনে করা হচ্ছে। তাই গাছটি যেখানে থাকে তার ধারেকাছে মশা থাকে না বলে অনেকেই দাবি করেছেন। বঙ্গরত্নপ্রাপক বিশিষ্ট চিকিৎসক প্রেম দোরজি ভুটিয়াও এই তত্ত্ব মেনে নিচ্ছেন। তিনি বলেন, 'গন্ধের জন্যই গাছটির আশেপাশে বা যতদূর গন্ধ থাকে তার মধ্যে মশা থাকে না।' ডেঙ্গু রোধের ক্ষেত্রে লেমন পাইন কার্যকর হতে পারে বলে তিনি মনে করছেন। চিকিৎসক শঙ্খশুভ্র সেন গাছটির সম্পর্কে বিশদে খোঁজ নিয়ে গুণাগুণ কাজে লাগাবার কথা বলেছেন। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণীবিদ্যা বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক তথা এনটোমোলজি নিয়ে রিসার্চ করা আনন্দ মুখোপাধ্যায়ের বক্তব্য, 'মশার মতো পতঙ্গরা এ ধরনের গন্ধ সহ্য করতে পারে না। যেমন সিট্রেনিলার গন্ধ যতক্ষণ থাকে, সেখানে মশার দেখা মেলে না।' *এরপর নয়ের পাতায়*